দুই সপ্তাহে গ্রেপ্তার ১০ অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়াড়ী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে দুই সপ্তাহে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়া খেলার সাথে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের অব্যহত অভিযান অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে, গত বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করেন। আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট আক্তারুজ্জামান ফিলসনকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা এবং একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

১২ মে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

১৮ মে মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫) কে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়।

১৬ মে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ

ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

১৫ মে রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন

করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন বক্তব্যর পর থেকে নড়েচড়ে বসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সাত জুয়াড়ী আটক

গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়ীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার নওদা-মটমুড়া গ্রামে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার ৩৬০ টাকা ও জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার মুটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের একটি রাইসমিলের মধ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে। সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক কৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে মুনতাজ আলী, কালি গাংনীর আবুল কাশেমের ছেলে মানিক হোসেন, রামনগর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, গাংনী বাজার পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে বাদশা, রামনগর গ্রামের খেজমত আলীর ছেলে আশাদুল হক, চরগোয়াল গ্রামের সামছদ্দিন মন্ডলের ছেলে ইনজাল হোসেন ও সদর উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে জাফর আলী। আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে প্রেরন করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটি থেকে ৫ জুয়াড়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি মালিথাপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলা অবস্থায় ৫ জুয়াড়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে ডিবি পুলিশের এস আই মুক্ত রায়ের নেতৃত্বে এএসাাই আহসান হাবীব,এএসআই হেলাল উদ্দীন,এএসআই ইব্রাহিম বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

আটকৃতরা হলেন- সাহারবাটি গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে আব্দুল মাবুদ(২৭), আব্দুর রশিদের ছেলে মিন্টু মিয়া (৩০), নজরুল ইসলামের ছেলে মোহন আলী (৩০), আলেক চাঁদের ছেলে বাদশা (৩৫) ও সানোয়ার হোসেনের ছেলে স্বপন আলী (৩১)।

ডিবিও ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি মালিথাপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলা অবস্থায় তাদের আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছে থেকে ২ সেট তাস, ১০,১০০ টাকা, ৬ জোড়া স্যান্ডেল, ১ টি খেজুরের পাতার পাটি, ১ টি বৈদ্যুতিক বাল্ব উদ্ধার করা হয়।
পরে আটক জুয়াড়ী ও উদ্ধার কৃত মালামাল গাংনী থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।